IJAER/March-April-2022/Volume-11/Issue-2 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

"শেরশাহবাদী/শেরশাহওয়াদী": ১৯৮০ সালে সৃষ্ট বিহারের নব্য শেরশাবাদিয়া আইডেন্টিটি

(Shershahbadi/Shershahwadi: the neo-Shershabadia Identity since 1980s in Bihar)

ড. মহ. আবদুল অহাব

এসোসিয়েট প্রফেসর, ইংরেজি বিভাগ,

সামসী কলেজ, মালদহ, প. ব., ভারত

Dr. Md. Abdul Wahab

Associate Professor of English

Samsi College, Malda, W.B., India

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ঝাড়খণ্ডে বসবাসকারী একটি জাতিগোষ্ঠী হল শেরশাবাদিয়া । এরা যে ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলে সেই ভাষার নামও শেরশাবাদিয়া। 'শেরশাবাদিয়া' শব্দটি কমপক্ষে ১৯০০ সালের আগে থেকেই আছে। কিন্তু, 'শেরশাহবাদী'/ 'শেরশাহওয়াদী' শব্দটির জন্ম হয়েছে ১৯৮০ সালে। এই শব্দটির জনক হলেন কাটিহারের মনিহারী বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক মরহুম মুবারক হোসেন সাহেব। পুরনো ইতিহাস এবং 'শেরশাবাদিয়া' আইডেন্টিটি হারিয়ে কিভাবে নতুন আইডেন্টিটি 'শেরশাহবাদী' নামের জন্ম হলো সেটাই তুলে ধরা হয়েছে এই নিবন্ধে । তার আগে দেখে নেওয়া যাক ১৯৮০ সালের আগে বিহারের এই জনগোষ্ঠীর হাল-হকিকত।

'শেরশাহবাদী' আইডেন্টিটির প্রেক্ষাপট

স্বাধীনতার পর বিহারের বাঙলা মাধ্যমের স্কুলগুলো ধীরে ধীরে হিন্দী মিডিয়ামে রুপান্তরিত হয়। হিন্দী-উর্দুর দাপটে বাংলাভাষী তথা শেরশাবাদিয়া-ভাষী সমাজ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ফলে, শেরশাবাদিয়ারা বাড়িঘরে বা নিজ গ্রামে শেরশাবাদিয়া ভাষায় কথা বললেও বাইরে বিহারের মৈথিলী, ভোজপুরী ও হিন্দী-উর্দু ভাষায় কথা বলে স্বাভাবিকভাবে। সাধারণভাবে বিহারে উর্দু যেহেতু মাদ্রাসা-মক্তবে ইসলামী শিক্ষার মাধ্যম, সেই কারণে সেখানকার মুসলিমগণ সাধারণভাবে উর্দু ভাষাকে ইমান ও ইসলামের ভাষা মনে করেন । মক্তবে ও মাদ্রাষায় উর্দুই ছিল এই নব্য শেরশাবাদিয়াদের শিক্ষার মাধ্যম। এমনিতেই শেরশাবাদিয়া জনগোষ্ঠী আর্থসামাজিকভাবে ও শিক্ষায় পিছিয়ে ছিল। যে কজন হিন্দী মিডিয়াম স্কুলে পড়তো তারা বেশিরভাগই তৃতীয় ভাষা হিসাবে উর্দু নিতো যদিও হিন্দু বাঙালী ছাত্ররা বেশিরভাগ বাঙলা নিতে থাকে। বিহারের আদি মুসলমানগণ খোট্টা তথা উর্দু-হিন্দী ভাষায় কথা বলে। সেই সময় উর্দুভাষী মুসলিমগণ বাঙলা ভাষাকে হিন্দুদের ভাষা মনে করে থাকতো। অর্থাৎ ১৯৪৭-এর আগের ভারত ও পাকিস্তানের জন্য আন্দোলনকারী দুটি জাতীয় ধারার মতই হিন্দী-হিন্দু এবং উর্দু-মুসলিম -- এই ঔপনিবেশিক ধারণাগুলোর রেশ থেকে গেছিলো স্বাধীনোত্তর মুসলিম মানসিকতায়। এই প্রেক্ষিতে শেরশাবাদিয়ারা আদমশুমারী বা সেন্সাসে নিজেদের মাতৃভাষা উর্দু লিখতেন। এই সম্পর্কে *বিহার ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ার্স: পূর্ণিয়া,* ১৯৬৩ গ্রন্থে পরিষ্কার লেখা আছে:

> Their mother-tongue is Urdu but they speak a sort of Bengali language fluently. Besides, they speak Maithili and to some extent Bhojpuri also. Though the area is far from the Bhojpuri and Maithili-speaking areas but some persons of Bhojpur and Maithili-speaking areas have migrated with Shershabadias; by living in contact with the Bhojpuri and Maithili-speaking, they have learnt Bhojpuri and Maithili (Page 152).

'শেরশাবাদিয়া' পরিচয়টি ১৯৫০-এর দশকে বিহারের শেরশাবাদিয়াদের বয়জ্যেষ্ঠ বা বৃদ্ধ প্রজন্মের স্মৃতিতে টিকে ছিলো -- সেটা সরকারী অনুসন্ধানে ধরা পড়ছে, এবং সেটি উক্ত পূর্ণিয়া গেজেটীয়ারে উল্লেখ করা আছে। এই অনুসন্ধান থেকে জানা যায় যে বিহারের শেরশাবাদিয়াগণ মুর্শিদাবাদ ও মালদা থেকে বিহারে তথা অখণ্ড পূর্ণিয়া জেলায় এসেছে। মূলকথা হলো বিহারের শেরশাবাদিয়াগণ (**शेरशाबादिया**) যে আসলেই শেরশাবাদিয়া তার প্রমাণ ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত "বিহার ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ারস: পূর্ণিয়া" গ্রন্থখানির বিভিন্ন পৃষ্ঠায় উল্লেখিত এই শব্দটি। এই গ্রন্থের শেষে যে শব্দ-সুচী (Index) আছে সেখানে Shershabadia শব্দটি যেমন আছে, তেমনি পূর্ণিয়ার অন্যতম জনজাতি তথা শ্রেণী হিসাবে "Shershabadia Muslims" (শেরশাবাদিয়া মুসলিম) শিরোনামে প্রায় তিন পৃষ্ঠা জুড়ে এদের সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হয়েছে (পৃ. ১৫১-১৫৩)। বইটির বিভিন্ন জায়গায় মোট ১৮ বার এই জনগোষ্ঠীকে Shershabadia (শেরশাবাদিয়া /**शेरशाबादिया**) বলা হয়েছে।

বর্তমান বিহারে স্বাধীনতার সাক্ষী বয়স্ক শেরশাবাদিয়া প্রজন্মের অবসানের ফলে এবং 'শেরশাবাদিয়া' শব্দটির সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যবহার না থাকায় শব্দটি বিস্মৃতির আড়ালে চলে যায়। টিকে থাকে ব্যাঙ্গাত্মক শব্দ পরিচয় 'বাদিয়া' তথা 'বেদিয়া'। এদিকে ১৯৭১-এর পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশী রিফিউজীদের একটা অংশ বিহারেও আশ্রয় নেয়। 'হিন্দী-হিন্দু-হিন্দুস্তান' – এই স্লোগানের প্রচারকারীদের চক্ষুশুল হয়ে উঠে হিন্দী-বলয়ের বাঙালীগণ। আর.এস.এস. সহ গেরুয়া রাজনীতির উত্থানের ফলে বিহারের বাঙলাভাষী মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর নেমে আসে দুর্দিন। হতদরিদ্র এই জনগোষ্ঠীকে বাঙলাদেশী অনুপ্রবেশকারী রূপে হয়রানি করা হতে থাকে। এমনকি যারা মালদা ও মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছেন তাদের কাছ থেকে চাওয়া হয় ভারতীয় প্রমাণের কাগজ-পত্রাদি। এরা মালদা মুর্শিদাবাদে ছুটে গিয়ে নিয়ে আসে আদি বাসস্থানের ডকুমেন্ট তথা প্রধান/বিডিওর সার্টিফিকেট। এদের মুক্তি দেওয়ার কেউ ছিলনা, এই রকম কঠিন পরিস্থিতিতে কাটিহার মণিহারীর বাসিন্দা তথা আরারিয়ার বাসমতিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-শিক্ষক মুবারক হুসেন ১৯৭৪ সালে 'বেদিয়া এসোসিয়েশন' তৈরী করেন। কিন্তু, 'বেদিয়া/বাদিয়া' শব্দটি যেহেতু অন্য কয়টি জনগোষ্ঠীর নাম, তাছাড়া যেহেতু এই শব্দটি এই বাঙলাভাষী মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাঙ্গাত্মক নাম, তাই একটি নতুন ভদ্রস্থ নামের ভাবনা শুরু হয়। এই জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক নাম 'শেরশাবাদিয়া' বিস্মৃতির ধুলায় চাপা পড়ে গিয়েছিলো। ইতিহাস-বিমুখ হতদরিদ্র ও বিভ্রান্ত এই জনগোষ্ঠীর মগজে টিকে থাকে শুধু জনশ্রুতি যে তারা নাকি শেরশাহ শুরীর সৈন্যদের বংশধর। এই কাল্পনিক ইতিহাসের উপর নির্ভর করে একটি নতুন নাম 'শেরশাহবাদী' আবিস্কৃত হয়। এই নামেই মুবারক হুসেনের নেতৃত্বে ১৯৮০ সালে "All Bihar Shershahbadi Association" (ABSA) তৈরী হয়। শেরশাহকে এমনই বীর ও আদর্শ মহাপুরষ হিসাবে কল্পনা করা হয় যে কাটিহারের হাজীপুরে এই এসোসিয়েশনের নামে দুই বিঘা জমি ক্রয় করা হয় এবং শেরশাহের নামে Shershah Ideal High School তৈরীর পরিকল্পনা নেওয়া হয়, যদিও সেটি এখনো বাস্তবে তৈরী হয়নি। বিহার-গৌরব সম্রাট শেরশাহকে যেহেতু বিহারের ইতিহাসে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বীর সম্রাট হিসাবে ভাবা হয় এবং শাহাবাদ জেলা তথা সাসারামে যেহেতু শেরশাহের ও তাঁর বংশের সমাধি ও সৌধসমূহ রয়েছে, সুতরাং 'শেরশাহবাদী' শব্দের মাধ্যমে এই জনগোষ্ঠীর বিহারীকরণের জন্য অনুকুল মনে করতে থাকে তাঁরা। বিহারের বাঙালী মুসলিমদের জন্য 'শেরশাহবাদী' শব্দটি যে নতুন – সেটি স্বীকার করে নিয়ে মুস্তাক আহমেদ নাদভী লিখছেন, '**इसी परिदृश्य में मुबारक साहब ने इन्हें शेरशाहबादी का नाम दिया**'। বক্তব্যটির অংশ-বিশেষ বাংলায় তর্জমা করা হলো:

তাদের এমন শব্দে ডাকা হতো যা গালিগালাজের সমতুল্য ছিল। ওদের সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হতো, ওদের নাগরিকতার উপর প্রশ্ন উঠানো হতো এবং তাদের ডর-ভয় দেখিয়ে রাখা হতো।... সামান্য খেতিবাড়ি আর দৈনিক মজদুরীর উপর জীবিকা নির্বাহকারী এই সব লাখ লাখ মানুষ ছিল ঘৃণার পাত্র। কেউ ছিল না তাদের হয়ে কথা বলার। এমন সময় মুবারক হুসেন মসীহা হয়ে এলেন, উচ্চশিক্ষা লাভ করলেন, রাজনীতি শুরু করলেন, কয়েকবার বিধায়ক হলেন, আন্দোলন শুরু করলেন, অল বিহার শেরশাহবাদী এসোসিয়েশন বানিয়ে লোকদের সংঘবদ্ধ করলেন, নিজ সম্প্রদায়কে 'শেরশাহবাদী' নাম দিয়ে ভয়ের মহল থেকে বের করলেন, নাগরিকতার প্রশ্নকে নিরাধার প্রমাণ করলেন এবং সরকারী সংরক্ষণের ব্যবস্থার ক্ষেত্র বিশেষ ভূমিকা পালন করলেন।

(https://sadiquetaimi.blogspot.com/2017/12/blogpost_24.html)।

'শেরশাহবাদী' একটি নতুন আবিস্কৃত শব্দ। শেরশাহ+বাদী অর্থাৎ শেরশাহের 'বাদ' বা মতের অনুসারী। 'বাদ' সংস্কৃত শব্দের অর্থ অনুসরণ তথা মতবাদ বা আদর্শ যেমন, মার্ক্সবাদ থেকে মার্ক্সবাদী। শেরশাহের বিশেষ কোনো আদর্শ বা মতবাদ নেই; সুতরাং, যদি শেরশাহের 'অনুসরণ' অর্থে 'শেরশাহবাদ' শব্দটি নেওয়া হয়, তাহলে 'শেরশাহবাদী' শব্দের অর্থ হয় "শেরশাহের অনুসরণকারী প্রজা তথা সৈন্য-সামন্ত"। অন্যথা, 'শেরশাবাদিয়া' নামকরণটা হয়েছে এই জনগোষ্ঠীর আদি কেন্দ্রীয় বাসভূমি শেরশাবাদের নাম থেকে। 'শেরশাবাদ' নাম-শব্দে জাতিগোষ্ঠী বাচক তথা ভাষা সূচক '-ইয়া' প্রত্যয় যোগে তৈরি হয়েছে 'শেরশাবাদিয়া': "The name is derived from Shersabad Pargana..." (Carter, P. 45)। স্থান-নাম থেকে জাত একই ভাবে সৃষ্ট গোষ্ঠীবাচক শব্দের উদাহরণ হল অসমিয়া, উড়িয়া, নাগপুরিয়া, দিনাজপুরিয়া, মালদাইয়া ইত্যাদি। ব্রিটিশ যুগে শেরশাবাদ ছিল একটা পরগণা যা বর্তমান মালদা জেলার গঙ্গা ও মহানন্দা নদী দুটির মধ্যবর্তী অর্থাৎ দোয়াব অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত ছিল, যদিও তার কিছু অংশ গঙ্গার পশ্চিমে মুর্শিদাবাদে ছিল এবং কিছু অংশ মহানন্দার পূর্বে দিনাজপুর ও রাজশাহীতেও ছিল:

> This pargana which is the most extensive in the District, is very irregularly shaped, and has many detached fragments . One of these fragments is situated on the farther side of the Ganges, within the District of Murshidabad, and another on the eastern bank of the Mahdnanda; but a central portion lies between these two rivers, and surrounds the ruins of Gaur (Hunter, P. 42)।

শেরশাহবাদী (Shershahbadi/Shershwadi) সংরক্ষণ প্রসঙ্গ

বলা বাহুল্য মুবারক হুসেন ইতিমধ্যে কংগ্রেস পার্টিতে যোগদান করেছেন, এমনকি কাটিহারে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধীর একটি সভায় ভাষণও দিয়েছেন। ১৯৮০ সালে তিনি কাটিহার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে অল বিহার শেরশাহবাদী এসোসিয়েশনের ঐতিহাসিক সম্মেলন হয়েছিল ০২/০২/১৯৮৪ সালে কাটিহার রেলওয়ে ময়দানে (তখনও ইন্দিরাগান্ধী বেঁচে ছিলেন)। ১৯৮৫ সালে তিনি প্রথমবার মণিহারী বিধানসভার বিধায়ক নির্বাচিত হোন। ১৯৯০ সালে তিনি বিধানসভার ভোটে পরাজিত হলেও, 'শেরশাহবাদী' আন্দোল চালিয়ে যান। বলা বাহুল্য ১৯৭৯-৯০ সালে জন সংঘের ডিম ফেটে বি.জ.পী.-এর জন্ম হলে লালকৃষ্ণ আদবাণীর রথযাত্রা, বিহারের মুখ্যন্ত্রী লালুপ্রাসাদ যাদবের নির্দেশে লালকৃষ্ণকে এরেস্ট করা, ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ ধ্বংশ করা -- ইত্যাদি সংখ্যালঘু-বিরোধী ঘটনা ঘটতে থাকে। এই রকম আবহে "শেরশাহবাদী"দের অনুপ্রবেশকারী হিসাবে বিতাড়ণের জন্য গেরুয়াবাদীদের কুপ্রচেষ্টার বিষয়টি এবং এই জনগোষ্ঠীকে পিছড়েবর্গ শ্রেণীর (Backward Class) অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব প্রসঙ্গটি ১৯৯৩ সালে লোকসভায় তুলে ধরেন বিহারের প্রাক্তন রাজ্যপাল (১৯৯০) তথা তৎকালীন কাটিহারের সাংষদ (১৯৯১-১৯৯৬) মুহাম্মাদ ইউনিস সেলিম। তিনি এই জনজাতির নাম শেরশাহওয়াদী 'Shershahwadi' বলেন এবং এরাকে শেরশাহ শুরীর সৈন্যদের বংশধর রূপে সম্পর্কিত করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। সেলিম সাহেবের বক্তব্যের উদ্ধৃতিটি লক্ষ্য করুন:

> SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM:
>
> "Mr. Speaker Sir, there is a community in Bihar known as Shershawadi. When I was the Governor of Bihar, many delegations of Shershawadis had approached me with a request that they should be included in the list of backward community. The proposal was under consideration. Later on I contested election from Katihar. A number of villages in Katihar and Kishanganj and nearby districts are inhabited by Shershawadi people. These people say that their ancestors had come alongwith-Sher Shah Suri. First they had settled in Murshidabad and then shifted here. They purchased land. They have been living there for the last 150-200 years. When I was contesting the election, the Chief Minister of the State had made an assurance in his election speech that these people would be enlisted in the second Schedule of backward class. Now a conspiracy is being hatched that these people have intruded into my constituency i.e., Katihar and Kishanganj, from Bangladesh. Therefore, their names should be excluded from the voter list. They should be sent back to Bangladesh. They should be evicted from their land. The agitations are being held at Bajepata, Katihar and other places to pronounce them as Bangladeshi and deport them from the country. I would like to know from the honourable Minister of Home Affairs whether he has any evidence which may prove as to how long these

> people belonging to 'Sher Shah Wadi' community have been residing in Bihar. Has the honourable Minister received any information that the communal organisation active in the area has launched an agitation to evict and deport them from the country? What action is being taken by the Government in this regard?

এর উত্তরে তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজেশ পাইলট বলেন:

> That is why we have to take action very carefully so that this problem is resolved finally. As far as Bihar is concerned, only two foreign nationals belonging to United States are residing unauthorisedly besides Nepali and Bangladeshi people. The State Government has not sent any information in this regard. As far as the district Katihar is concented, I would like to state that we had received an information in the past too that the people from Bangladesh had infiltrated in the district, but it was an unconfirmed information.... The people also alleged that those Bengladeshi people had also been issued the Ration Cards, they had also exercised their franchise in the last election.... We have to resolve the impasse unitedly and keep it in mind that they may not be proved a burden on the country. [*Loksabha Debates*, Tenth Series (Vol. XXIV No. 11) August 12, 1993, Seventh Session (Tenth Loksabha Secretariet, New Delhi), Pages 19-20].

১৯৯৫ সালে মুবারক হুসেন দ্বিতীয়বারের জন্য মনিহারী বিধানসভার বিধায়ক হোন। এই সময় বিহার বিধানসভায় 'শেরশাহবাদী' জনগোষ্ঠীকে ওবিসি (OBC) হিসেবে সংরক্ষণের আন্দোলন শক্তি লাভ করে। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এবং রাজ্যসরকারের সুপারিশক্রমে এই জনগোষ্ঠীকে OBC হিসেবে স্বীকৃতি দেন কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৯ সালে।

বিহারী 'শেরশাহবাদী'র ভাষা সংকট: মাইনরিটি কমিশনের সার্ভে

বিহারে ১৯৯৯ সালে "শেরশাহবাদী" জনগোষ্ঠীকে ও.বি.সি-ভুক্ত করার পর, ওই রাজ্যের সংখ্যালঘু দপ্তরের অধীন মাইনরিটি কমিশন একটি সার্ভে করেছিলেন এবং ২০০২ সালে সেই সার্ভে রিপোর্টটি প্রকাশ করেন। উক্ত পুস্তকটির নাম *সোসিও-ইকোনমিক এণ্ড এডুকেশনাল স্ট্যাটাস ওব মুসলিমস ইন বিহার*। এই রিপোর্টেও এদের মাতৃভাষা-সংকটের চিত্র উঠে এসেছে। যদিও উর্দুকে মাতৃভাষারূপে আদমশুমারীতে এরা উল্লেখ করিয়েছে বিভিন্ন সময়, ১৯৯১-এর সেন্সাসে কিশানগঞ্জের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, এরা সেন্সাসে সূর্জাপুরিয়া মুসলিমদের সমর্থন করে নিজেদের মাতৃভাষা সূর্জাপুরিয়া লিখেছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে বিশেষ ধরণের বাঙলা ভাষায় কথা বলে:

> Culturally and linguistically they are more akin to Bengalis but they speak a different dialect called Surjapuri that is neither Hindi/Urdu nor Bengali but a mix of these languages. In 1991 census 17.26 percent of Muslims in Kishangunj enrolled their mother tongue as Surjapuri indicating at least that a fairly good proportion of the Muslim population in that district is Shershahabadi [page 18, *Socio-Economic and Educational Status of Muslims in Bihar*, 2002 by Bihar State Minorities Commission, Patna: 2002].

শেরশাবাদিয়া এবং শেরশাহবাদী/ শেরশাহওয়াদী: পার্থক্য

১. শেরশাবাদিয়া যেখানে শেরশাবাদ পরগণার তথা বঙ্গদেশের (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের) ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত, শেরশাবাদীগণ বিহারের ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

২. বিহারে ইতিহাস-ঐতিহ্যে শেরশাহকে বিহার-গৌরব ভাবা হয়। বিহারের সাসারামের অধিবাসী হিসেবে বিহারকে স্বদেশ করে তথা দিল্লীকে রাজধানী করে শেরশাহ এবং তাঁর পুত্র-প্রপৌত্র বাঙলা থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত উত্তর ভারতকে শাসন করেছিলেন। বিহারের শাহাবাদ ও সাসারামে অবস্থান করেছেন তাঁদের বংশের লোকজন তথা তাঁকে ঘিরে তাঁর সেন্যগণেরও উত্তরসুরীরা। শেরশাহবাদীগণ "শেরশাবাদ পরগণা" তথা মুঘল যুগের জাওয়ার-ই-সরসাবাদের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত মনে করেন না সাধারণভাবে। শেরশাহের বাদ বা মতের অনুসারী, বা শেরশাহের অনুসারী সেনাদের বংশ ভেবে ওরা এখন নিজেদের "শেরশাহবাদী" পরিচয় দিয়ে থাকেন। শেরশাহ ও তাঁর বংশের বা সাহাবাদ-সাসারামের সৈন্যদের ভাষা বাঙলা ছিলনা। সেখানে

প্রথমে ফার্সী, পরে উর্দু তথা স্থানীয় খোট্টা ইত্যাদি হলো বিহারী মুসলিমদের মাতৃভাষা। এই সব ভাষার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করেছে "শেরশাহবাদী" সমাজ। স্বাধীনতার পর নিজেদের আইডেন্টিটি হারানোর বড় কারণ যে তাঁরা নিজস্ব ভাষাকে (বাঙলা কিংবা শেরশাবাদিয়া ভাষাকে) আদমশুমারীতে প্রতিফলিত করার কোনো সুযোগ দেয়নি। এরা বিহারে যে নেতৃত্বহীন ও দিশেহারা ছিলেন এটা তার প্রমাণ। এদের থেকে কিশানগঞ্জ এলাকার সূর্যাপুরী মুসলিমরা মাতৃভাষা সম্পর্কে বেশি সচেতন। শেরশাহবাদীরা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে উৎকর্ষিত করার ও বৃহত্তরও সমাজে তুলে ধরার তেমন কোনো চেষ্টা করেনি।

পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গে শেরশাবাদিয়াগণ ভৌগলিক-রাজনৈতিক কারণে নিজেদের বাঙালী ভেবে থাকেন ও মাতৃভাষা বাঙলা লিখছেন, যেহেতু শেরশাবাদিয়া ভাষা বাঙলাভাষারই পুরণো তথা গৌড়ীয় রুপ। তাছাড়া এখানকার শেরশাবাদিয়া ভাষার গবেষকগণ এটা প্রমাণ করেছেন যে, বঙ্গভূমির অন্তর্গত জাওয়ার-ই-সরসাবাদ তথা শেরশাবাদ পরগণা হলো শেরশাবাদিয়াদের আদি বাসভূমি। শেরশাবাদ স্থান-নামেই এই জনজাতির নাম শেরশাবাদিয়া। তাছাড়া শেরশাবাদিয়া ভাষা ও সাহিত্যকে খাড়া করার চেষ্টা করছে পশ্চিমবঙ্গের শেরশাবাদিয়া কবি-সাহিত্যিকগণ।

তথ্যসূত্র:

1. *P. C. Roy Choudhury. Bihar District Gazetteers: Purnea. Patna, 1963.*

2. Mustaque Ahmad Nadvi
https://sadiquetaimi.blogspot.com/2017/12/blogpost_24.html

3. Carter, M. O. Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Maldah. Calcutta: 1938.

4. W. W. Hunter. A Statistical Account of Bengal (Vol. 7). London: 1876.

5. *Loksabha Debates*, Tenth Series (Vol. XXIV No. 11) August 12, 1993, Seventh Session, Tenth Loksabha Secretariet, New Delhi.

6. Prabhat P. Ghosh. *Socio-Economic and Educational Status of Muslims in Bihar*. Patna: Asian Development Research Institute (ADRI), 2004.

7. আবদুল অহাব, *শেরশাবাদ ও শেরশাবাদিয়া: একটি জনজাতির ইতিহাস নির্মাণ* (৩য় সংস্করণ), মালদহ: ২০২২